গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.১৮-৪১৮

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৬ / ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, ডা: মো: আবু রেজা তালুকদার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গুইমারা, খাগড়াছড়ি (প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাঁথিয়া, পাবনা)-এর বিরুদ্ধে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়সমূহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্তে প্রাথমিক সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এবং মন্ত্রণালয় হতে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষকজনক না হওয়ায় এ/আই টেকনিশিয়ানদের নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণ এবং খামারীদের প্রশিক্ষণের দৈনিক ভাতা ৩০০/- টাকার স্থলে ২০০/- টাকা প্রদান, অফিসের রেজিস্টার/নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা এবং অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে খারাপ আচরণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৮/১১/২০১৮ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.১৮-৪১৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং-০৪/২০১৮ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি ২৭/১১/২০১৮ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৪/০২/২০১৯ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বেগম হাফছা বেগমকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করতঃ ডা: মো: আবু রেজা তালুকদার-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি বিশদভাবে পর্যালোচনায় ডা: মো: আবু রেজা তালুকদার-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের মধ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণকালে দৈনিক ভাতা ৩০০/- টাকার স্থলে ২০০/- প্রদান সম্বলিত মাস্টার রোল খুঁজে না পাওয়ায় বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত অভিযোগ হতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হলো;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে এ/আই টেকনিশিয়ানদের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ, দাপ্তরিক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণে চরম উদাসীনতা, অধ:স্তন কর্মচারীদের সাথে অগ্রহণযোগ্য আচরণ করাসহ আনীত অন্যান্য অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সেহেতু, ডা: মো: আবু রেজা তালুকদার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গুইমারা, খাগড়াছড়ি (প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাঁথিয়া, পাবনা)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রথমবারের জন্য অপরাধ বিবেচনায় নিয়ে অভিযুক্তকে সংশোধনের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে তার প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনপূর্বক একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তাকে লঘুদণ্ড হিসেবে 'পরবর্তী ১ (এক) বছরের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত' দণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি এ স্থগিত বেতন বৃদ্ধির টাকা পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে উত্তোলন করতে পারবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাঃ/-
তারিখ: ২৬/১২/২০১৯
(মো: রইছউল আলম মন্ডল)
সচিব

স্মারক নং-৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.১৮-৪১৮/১(১৩)

তারিখ: ১১ পৌষ ১৪২৬ / ২৬ ডিসেম্বর ২০১৯

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক (চ.দা.), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম্স ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের জন্য)।
৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪. উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৫. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৭. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি/পাবনা।
৮. ডা: মো: আবু রেজা তালুকদার, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গুইমারা, খাগড়াছড়ি (প্রাক্তন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সাঁথিয়া, পাবনা)
৯. উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গুইমারা, খাগড়াছড়ি।
১০. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬/১২/১৯
(শাহীন মাহবুবা)
যুগ্মসচিব